| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে আষাঢ় ১৪২২
৮ই জুলাই ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

টেটের ফরম সংগ্রহে প্রার্থীদের মধ্যে নৈরাশ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাইমারী চাকরীর টেট পরীক্ষার ফরম বিলি শুরু হয়েছে ১ জুলাই থেকে -- চলবে ৪ জুলাই পর্যন্ত। শিক্ষা দপ্তরের তুঘলকি নির্দেশে জঙ্গিপুর মহকুমায় শুধুমাত্র ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, রঘুনাথগঞ্জ শাখা থেকে ঐ ফরম পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় বহরমপুরের শেষ প্রান্ত বানজেটিয়া শাখা থেকে। এই নির্মম সিদ্ধান্ত কোন্ আমলার মস্তিষ্কের ফসল জানা নেই, তবে এর তীব্র ফল ভোগ করলেন রমজান মাসে উপবাসী হাজার হাজার যুবক-যুবতীসহ অসুস্থ-দুর্বল সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা। পাশাপাশি আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটালেন এদের অভিভাবকরা। পুলিশ থানা ছেড়ে এখানেই আটকে রইল যাতে বিশৃঙ্খলা না হয়। ২ জুলাই সকালে লাইন

(শেষ পাতায়)

গরু পাচারে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন হলেও স্থানীয় নেতারা সক্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুরের সভায় ও প্রশাসনিক বৈঠকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন এ জেলায় গরু পাচার এখনি বন্ধ করতে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন চলে গেলেও পাচার সমান্তরাল গতিতেই চলছে। খবর, সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন ঘাটে তার দলেরই লোকেরা পুলিশের সহায়তায় দশ চাকার লরিতে গরু পাচার চালু রেখেছে। সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীদের কথা--এই ধরনের ব্যাপক পাচার তারা এর আগে কোন দিন দেখেননি। বি.এস.এফ, পুলিশ এবং তৃণমূল নেতাদের হিস্সা দিয়ে গরু যাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুর, বাহুরা, পিরোজপুর ঘাট দিয়ে। জোর গুজবই আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ছাত্রী স্বল্পতায় একই ঘরে চলছে দুটো ক্লাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্ত জুনিয়র গার্লস ইউনিট-২-এ পড়াশোনা বলতে বর্তমানে কিছু নেই বলে অভিযোগ। বর্তমানে পরিচালন কমিটি না থাকায় সেখানে অরাজকতা চলছে। অঙ্কের শিক্ষিকা মেটারনিটি লিভ নিয়ে প্রায় চার মাস স্কুল ছাড়া।

(শেষ পাতায়)

পুলিশের বাধায় নতুন অটো নামানো গেল না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা থেকে জঙ্গিপুর পারে তেঘরী মহালদার পাড়া রুটে ১৩৯ খানা যাত্রীবাহী অটো চালু আছে। এমনিতেই প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিজেদের মধ্যে হুটহাট গণ্ডগোল হওয়ায় থানা অশান্তি না বাড়াতে ঐ রুটে আর অটো না নামাতে মৌখিক নির্দেশ দেয় বলে খবর। বর্তমানে নাকি তৃণমূল ও সিপিএমের কয়েকজন মস্তান জোরজবরদস্তি ৪ খানা নতুন অটো ঐ রুটে নামাতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এই পরিস্থিতিতে অটো মালিকরা একাট্টা হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তৃণমূলে যোগ দেন বলে খবর।

শ্মশানে নতুন কমিটি গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শ্মশান কালীমাতা কমিটি গঠনের দাবীতে বর্তমান সম্পাদক শঙ্খনাথ চ্যাটার্জীর কাছে প্রায় ৪৫০ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটা স্মারকলিপি দেয়া হলো ১ জুলাই। স্থানীয় শহরের

(শেষ পাতায়)

দোতলা বাড়ি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ বিক্রি আছে।
০৩৪৮৩-২৬৬২২৮, ৮৪৩৬৩৩০৯০৭
দেখার সময়- সকাল ৮-১০টা

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪২২

প্রসঙ্গ : খড়খড়ি

বর্তমানে খড়খড়ির নদীপদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা কতটুকু। বাস্তবিক পক্ষে এখন ইহা একটি খালবিশেষের পর্যায়ে পড়িয়াছে। আমরা ইহাকে খড়খড়ি নদী বলিতেই অভ্যস্ত যদিও ইহা মনুষ্যসৃষ্ট একটি বহমান খালবিশেষ ছিল।

বহুপূর্বে রঘুনাথগঞ্জ শহর প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা কবলিত হইত। তাই শহরকে রক্ষা করিবার জন্য মানকুণ্ডুর জমিদার পক্ষ হইতে শহরের বাহিরে পশ্চিমদিকে একটি লম্বা নদীখাতের মত খনন করা হয়। ইহার জলধারাকে মোগলমারী-হইয়া ভাগীরথী নদীর সহিত মিলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পূর্বে উৎসমুখে গুজিরপুরের নিকট আখিরা নদীর জলধারা এবং বর্ষায় বর্ষণের জল খড়খড়ির প্রাণ সঞ্চার করিত। তখন ইহার বহমানতা ও নাব্যতা দুইই ছিল। পারাপারের ব্যবস্থা দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ শহরের সহিত পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করা হইত। তখন ফেরীঘাটেরও ডাক হইত। নদী পার হওয়ার সময় ক্ষেপণ এবং অন্যান্য অসুবিধাবিধায় মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে এই নদীর উপর একটি লৌহসেতু নির্মাণ করা হয়। ইহার ফলে শহর হইতে অন্যত্র যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। ক্রমে ক্রমে মোহনার মুখ সংস্কারের অভাবে মজিয়া যায়। খড়খড়ি তাহার বহমানতা ও নাব্যতা হারাইয়া ফেলে এবং ইহা একটি লম্বা খালে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার জলধারা দীর্ঘদিন পরিচ্ছন্নই ছিল। স্রোত হারাইবার ফলে ইহা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু জলজ উদ্ভিদের সুতিকাগার হইয়া উঠে। পরিশেষে ইহাকে কচুরিপানায় ছাইয়া ফেলিল। সংস্কারের অভাবে এই কচুরিপানা খালটিকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিল যে নদীবুক মজিয়া অগভীর হইতে লাগিল। সুযোগসন্ধানী মানুষ নদীবুকে গড়িয়া তুলিলেন ইটভাটা, মৎস্য চাষের জলাশয়, বাসগৃহ ইত্যাদি। খড়খড়ির নদীর মৎস্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল প্রাচুর্য ও স্বাদের জন্য। কিন্তু এখন খড়খড়ির সে পুরাতন ঐতিহ্য আর নাই। এখন ইহা হাজা-মজা জলাশয়, সর্প-মশকদের জন্মভুমি।

বিগত বিধ্বংসী বন্যার পর অনেকেই এই নদীর জলধারাকে প্রবাহিত রাখিবার উপযুক্ততা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু উৎসমুখ হইতে জলধারা আনা বা মোহনার মুখ খোলা সম্ভব কি ? উভয় কার্য করিতে গেলে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, সেই 'ম্যাও' সামলাইবে কে ?

তাই খড়খড়ি খালবিশেষ পর্যায়েই থাকুক আর মাথাভারি কর্তারাও জাগিয়া ঘুমোক।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কবির কাজ প্রসঙ্গে

২৪ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত "কবির কাজ" পড়ে মনে হল হরিলাল দাস মহাশয় বোধহয় তাঁর জীবনে অন্তত আশি/বিরাশিটা বর্ষা-বসন্ত কাটিয়ে এসেছেন অথচ তাঁর আদ্যিকালের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসগুলো এখনো বিসর্জন দিতে পারেননি। অধিক বয়সের দূর্বিপাকে হরিলালবাবুরা হয়ত খেয়াল নেই সময়ের সঙ্গে যুগ কেবলই পালটায়। দিনবদলের দাপটে মানুষের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস--এমন কি স্বভাব চরিত্র-ও কত বদলে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা-ই লেখেননি--সমাজের কল্যাণে মানবতার মঙ্গল সাধনে অনেক কাজের কাজ করেছেন একথা ঠিক। কিন্তু সে তো মান্ধাতার আমলের কথা ! এখনকার কবিদের কাজ শুধু কবিতা গল্প লেখা নয়--অক্ষর গুণে পিঠার হিসেবে ঐসব গল্পকথা বিক্রি করে কমবেশী কিছু অর্থ উপার্জন করা। কবিদের ঘর-সংসার থাকে--জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এখনকার এই দ্রুত ধাবমানকালে সমাজকল্যাণ চিন্তার অবসর কোথায় তাঁদের ? হরিলাল দাস মহাশয় বিশ্বজোড়া অরণ্যনিধন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। আমার তো মনে হয় সেকালের তুলনায় একালের মানুষ কতদিকে কত বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। এটাও যুগপরিবর্তনের ফল। নিজেদের অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসচেতনতার প্রতি একালের পিতামাতাদের মনোযোগ আর যত্নের অভাব নেই। একদিকে এযুগের মানুষের এই আত্মসর্বস্বতা আর অন্যদিকে পাড়াপড়শি বা সমাজসংসারের প্রতি এক আশ্চর্য উদাসীনতা রবীন্দ্রনাথের যুগকে এখন বিলীয়মান ইতিহাস করে তুলেছে। পরিবর্তিত এই একালকে আশি/নব্বই বর্ষা-বসন্ত পেরিয়ে-আসা মানুষের চোখে এখন অন্যরকম মনে হওয়া-ই স্বাভাবিক। হরিলালবাবুর সেটা মনে হয়নি কেন জানিনা।

সেকালের কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতাই লিখে যাননি। সৃষ্টিরক্ষার জন্য "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথিবালক তরুদল" বলে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষবন্দনা উৎসব করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলেন দেশের জঙ্গল ও গাছপালা প্রায় সাফ হয়ে আসছে, অথচ নূতন গাছ পোঁতবার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাগিদ-ও নেই। এই সমস্যার দিকে তাকিয়ে কবি স্থির করেছিলেন বৃক্ষরোপণ-প্রথা গ্রামে গ্রামে চালু করবেন। একালের কবিরা শুধু কবিতাই লেখেন না--গল্প উপন্যাস নাটকের পশরা সাজিয়ে শারদীয়ার হাটে ঘুরে বেড়ান। রুজি রোজগারের তাগিদে তাদের সমাজকল্যাণ-ভাবনা কিংবা বৃক্ষবন্দনার অবকাশ কোথায় ?

আশিস রায়, রঘুনাথগঞ্জ

শ্রদ্ধা নিবেদন

হরিলাল দাস

"বুড়ো বয়সের কথা লিখিব ! লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,--আপনার মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে ? ... বোধহয় আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।"

কমলাকান্তী ঢংয়ে যখন এসব লিখছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত যুবা--বয়স ৩৪/৩৫ বৎসর। 'কমলাকান্তী ঢং এ নিয়ে তাঁর সমসময় থেকেই আলোচনা চলে আসছে। অলোচনা এখনও চলে কি ? এখন কি কেউ বঙ্কিম কমলাকান্ত পড়েন ? পড়ে দেখেন ? এখনকার লেখকেরা, যারা লিখছেন কাগজে তারাও কি পড়েন ? পড়েছেন ?

কমলাকান্তের ঢং--যা আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব এক রচনাশৈলী। এ নিয়ে কিছু ইংরেজি 'পণ্ডিত' পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন, যা গুরুত্বহীন পরে-প্রমাণিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল ১৮৭২-৭৬ সাল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রদীপ্ত মধ্যযুগ।

কী আছে কমলাকান্তে ! "একা আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন।" কমলাকান্ত হাল্‌কা হাসির বুদ্বুদ বিলাস মোটেও নয়।

"বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব ?"

"চোরকে ফাঁসি দাও। তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।" --'বিড়াল' নামক সন্দর্ভ।

কী মনে হচ্ছে ? কমলাকান্ত পাঠ-অধ্যয়ন, চিন্তনের প্রয়োজন আছে ? আর আস্বাদন ?

সদরঘাটে পারাপারে মানুষের দুর্ভোগ কমেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন ডোমপাড়া গাড়ীঘাটে নদী পারাপারে ভটভটির ব্যবস্থা থাকলেও সদরঘাটে পারাপারে ইজারাদারের কোন নৌকা নেই দীর্ঘদিন ধরে। যার জন্য ঘাটে পারানির ১.০০ টাকা বাদে ফেরী নৌকায় কখনও ২ টাকা বা তার বেশীতে পারাপার করতে বাধ্য হন মানুষ। রাত ১১টার পর আর কোন নৌকা মেলেনা সদরঘাটে। ঘাটে মদ্যপদের আড্ডা। কোন নিরাপত্তা নাই সেখানে।

ধন্য কলকাতা সংস্কৃতিকেন্দ্র

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছু ক্ষেত্রে দেরীতে হলেও নড়ে। দৈনিক বাংলা স্টেটসম্যান পত্রিকাতেই তবু দেখলাম রবীন্দ্র-বিকৃতির বিরুদ্ধে একঝাঁক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবার ঢাকুরিয়ায় ঢাক পিটিয়ে শানিত ইস্পাত তরবারীর মতো ঝলসে উঠেছেন। সান্ধ্য অরণ্যের পশুরাজের সেই রণহুঙ্কার সম্ভবতঃ পৌঁছে গেছে কিছু গন্ধগোকুলের গর্তে। মদীরায় বেপথু দেহ, নয়নে মাতৃমাংস লোভের লোল্ চাহনী, নিত্য নতুন সাকী আর সুরা সেবী এক পর্ণোব্যবসায়ী নাগরকে উচিৎ শিক্ষা দিতে কোলকাতার মানুষ পথে নেমেছেন। নেমেছেন সমরেশ কন্যা মৌসুমী সমাদ্দার, প্রখ্যাত স্থপতি মনীষা রক্ষিত, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী অজিতা ভট্টাচার্য্য, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, মায়া মজুমদার, স্থপতিবিদ অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ জানা আই.এ.এস, সন্ধি মুখোপাধ্যায় আই.পি.এস. ইত্যাদি। তাঁদের সেই সর্পনিধনযজ্ঞে আহুতি দিতে বাংলার বহু মানুষ সহ আমরা অপেক্ষা করছি। মাতা সরস্বতীর পবিত্র বাণীমন্দিরে বেশ কিছুদিন থেকে কিছু শাখামৃগের দাপাদাপি দেখা যাচ্ছিলই, কিন্তু বিনা প্রমাণে, বিনা গবেষণায় শুধু ব্যবসায়ীক স্বার্থে পুরীষ লিপ্ত অর্থলালসায় ভারতআত্মার চারণ কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বর্গীয় স্বর্ণ সিংহাসন থেকে টেনে এনে যৌনতার নর্দমা-নোংরায় মিথ্যার জঞ্জালে কালিমালিপ্ত করার এ দাদাগিরি সহ্যাতীত। সুশীল সমাজের বীজিত, পুঞ্জিভুত ক্ষোভের এই হোমাগ্নি তাই আজ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে অসুর নিধনে। এই প্রগল্‌ভ ব্যাভিচারীর বিরুদ্ধে আসুন, প্রতিটি মহকুমা আদালতে আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে পিতামহ ভীষ্মের মত, মৌন যামিনী গগনেধ্রুবতারার মত, আরণ্যক যুগের উপনিষদের ঋষির মত শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি--,দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মানহানীর মোকর্দ্দমা এনে প্রতিঘাত করি। এক অসহ দহনজ্বালায় জ্বলে যায় মন, লজ্জায় ক্রোধে রাঙ্গা হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল, অনেকক্ষণ সময় লাগে ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, অশান্ত মনপ্রাণকে শান্ত করতে যখন দু'পাতা উল্টে দেখি "আমি রবীন্দ্রনাথের বৌ", অথবা "কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড নোট", অথবা "ঠাকুর বাড়ির নানা রহস্য" নামের আস্তাকুঁড়ের বস্তাপচা পর্ণোগ্রাফী সমস্ত বই। 'বই' বলতেই লজ্জা। বইমেলায় যা দেদার বিক্রি হচ্ছে স্রেফ কৌতূহলের লোভে। এটাই নাকি অখণ্ডভাবে তাঁকে দেখা। সত্যিকারের রবিঠাকুরকে জানতে হলে এসবকে সত্যি বলে মান্যতা নাকি দিতে হবে। দূরদর্শনে সেই খর্বকায়, সুরাপানে মেদবহুল স্থুলকায় ঐ লোকটা যখন বলছিলো--কবি নিত্য নতুন ফুলে মধু পান করেছিলেন বহু নারীসঙ্গ করেছিলেন বলেই না তাঁর কবিতাগুলো এত জীবন্ত রোম্যান্টিক। মনে সন্দেহ হয়েছিল এসব বলতে আর লিখতে লোকটা কি বিদেশী অর্থ পায় ? অহো ! এই গাণিতিক সংজ্ঞায় তো শরৎচন্দ্রও বাদ যাবেন না। বাদ যাবেন না শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। বাদ যাবেন না কালীদাসও। বড় ক্ষোভের সঙ্গে জানতে ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বই লিখে এতকাল যারা পুষ্ট হলেন অথবা শিক্ষায়তনে চাকুরী করে যারা বিত্তবান--তাঁরা আজ নীরব কেন ? নীরব কেন রবীন্দ্র প্রেমী রাজ্য প্রশাসন ? তসলীমা যদি নির্বাসিত হয় তাহলে ঐ সব অসভ্য সংস্কৃতি ধ্বংসকারীরা কোলকাতায় নিরাপদে কেন ? শৈশব থেকে মহর্ষি পিতার প্রশিক্ষণে যাঁর পথ চলা শুরু, ধ্যান প্রার্থনা যাঁর নিত্যসঙ্গী শেষ দিন পর্য্যন্ত, হাজার হাজার কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গবেষণামূলক লেখার হিমালয় প্রতীম্ যাঁর সৃষ্টি তিনি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে অথবা বোলপুরে অথবা শিলাইদহে কি করে অত সময় পেয়েছিলেন অবৈধ পরকিয়া প্রেম করার ? যে মানুষটার জীবনে অন্ততঃ ১০/১২ টা অতি প্রিয়জনের মৃত্যু কালবৈশাখী ঝড় তুলেছিল, বিশেষ করে পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, দাদা, বাবার মৃত্যু যাকে পাগলের মত করে দিয়েছিল, তিনি যদিও তা সহজে কাউকে জানতে দেননি, সুগভীর রত্নাকরের অতল দেশের আলোড়নের মত উপরে যা ছিল প্রশান্ত--তিনি কি করে ফুলে ফুলে মধু খাবার প্রেরণা পেলেন ? স্ত্রী মৃণালিনী মারা যাবার পর যিনি লিখতে পারেন--

"আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে হে কল্যাণী।
গেলে যদি গেলে মোর আগে, মোর লাগি কোথাও
কি দুটি স্নিগ্ধ করে পাতিয়া রাখিবে শয্যা চিরসন্ধ্যা
তরে ?"

চরিত্রহীন স্বামী কোন মুখে এ দাবী করেন যিনি কিনা বৌদির সঙ্গে অবৈধভাবে আসঙ্গলিপ্ত ? কষ্ট করে কল্পনা করতে হয়। রঞ্জনের ঘৃণ্য নষ্ট কলমকে শিরোধার্য্য করে মফঃস্বলেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। হঠাৎ করে প্রচারের আলোয় আসার লোভ আর নতুন কিছু লেখার সুলভ ঝোঁক কিছু প্রতিভাকে বিপথগামী করছে দেখলে দুঃখ হয়। কোটি টাকার ব্যবসা তো হোলো। মহাকবি বাল্মিকী, কবি কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, বেদব্যাস সবাই নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল হলেও আদি কবি বাল্মিকীর যেমন তুলনা নাই তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিও তুলনাহীন। তাঁর ছন্দ, সুর, শব্দ চয়ন, হৃদয়ের গভীরে ডুব দেবার ও দেওয়ানোর আশ্চর্য্য কবি প্রতিভা আমাদের সাহিত্যকে পর্ণকুটির থেকে প্রাসাদে এনে ফেলেছে বহুকাল পর। কয়েকশো প্রেমের কবিতা যাঁরা শুধুই পাঠ করেছেন, আবৃত্তি করেছেন তালি পাওয়ার জন্যে সেই সব তালি-বানদের কথা বলছিনা, যাঁরা রবীন্দ্রসাগরে অবগাহনের চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাছে এটা ফুটে উঠেছে যে, কবির অনেক প্রেমের কবিতাই দেহকে ছাড়িয়ে দেহী অর্থাৎ প্রভুর পানে ধাবিত হয়েছে তাঁর সকল ভালোবাসা নিয়ে। অধিকাংশ কবিতায় দেখা যায় প্রেমিকার নয়ন, চরণ ও অশ্রুর কথা। যৌনতার আবেদন যেখানে সক্রিয় সেখানে দেহই সব। চিরন্তন শাশ্বত যা তাই প্রেম,শুধু দেহজ যা, তাই কাম। তাঁর কবিতায় কাম হয়ে উঠেছে প্রেম। বয়ঃসন্ধিকালে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ভানুসিংহের পদাবলি। আবার কবি প্রগাঢ় প্রেমের বর্ণনায় বলছেন--

হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়,
মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়
তেমনি আমার বুকের মাঝে,
কাঁদিয়া কাঁদাও গো ।

কোন্ মহান শুচিতার শুভ্র মর্মর অট্টালিকায় ধ্যান থাকলে প্রেমের এ অমর কাব্য- মালিকা গাঁথা যায়, তা কি করে বিষ্ঠাবিমুগ্ধ মক্ষিকারা হৃদয়ঙ্গম করবে ? মধুপ্ না হলে মকরন্দের অমৃত স্বাদ তারা কি করে বুঝবে ? শেষের কবিতায় বিরহী বন্যার(লাবণ্য) কি স্বর্গীয় অথচ পবিত্র অশ্রুসজল প্রেমাঞ্জলি–

করুণ মূহুর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান, হৃদয় অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান, তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান--
গ্রহণ করেছ যত ঋণী করেছ আমায়। হে বন্ধু বিদায়।

হায়রে, পাষাণ বা পাগল ছাড়া এ কবিতায় যৌনতা খুঁজে বেড়াবে কে ? কবির জীবনে কাঁটাও ছিল ফুলও ছিল। তাঁকে কেউ আবদ্ধ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন মন্দাকিনীর মতোই সদাবহমানা। তিনিই বলেছেন--কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,আমি শুধু বহে চলে যাই। চোখের জলে ভেজা তাঁর প্রেমের কবিতার ডালি। বারবার ঘুরে ফিরে চোখের জলেরই কথা। এ প্রেম দেহে আগুন জ্বালেনা--এ প্রেম হৃদয়ে আরতি করে। কত বিনিদ্র রজনীতে শিলাইদহের বোটে অথবা বোলপুরের খোয়াই অথবা হিমালয়ের কোলে তিনি মেঘমল্লার-বেহাগ-মালকোষের সুরে তাঁর কবিতাগুলিকে গানে রূপান্তরিত করেছেন। শরীর চলেনা তবুও একাই গেয়ে উঠেছেন ব্রহ্মসঙ্গীত। এ বেদনা বোঝার প্রাণ চাই। সেদিনের মতো আজও অনেকে কদলীকুঞ্জে মত্ত শারঙ্গের মতো যারা আর্য সংস্কৃতির চিরসবুজের ধ্বংস লীলায় ব্যস্ত--তারা নিসর্গ শোভা, জ্যোৎস্নারাতের আলোর ঝর্ণা ধারা, বৈশাখী নিস্তব্ধ দুপুরের সন্ন্যাস রূপ, শ্রাবণের অঝোর ধারায় চিরপ্রেমাষ্পদের নূপুরধ্বনি শুনবে কি করে ? সংস্কারই তৈরী করে রুচি ও ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা। তাঁর কোনও উপন্যাস কবিতায় আমিষ যৌনতার সুড়সুড়ি নাই। যা বাস্তব, যা প্রাকৃত তা নিয়েই শুরু হয় সাহিত্য। কিন্তু আবেদনটা হয় আলাদা, ঘরাণাটা আলাদা। না হলে তা তো সাহিত্য নয়, বিবরণ হয়ে যায়। পূর্ণ আকাশ বা সত্যের পূর্ণতা পেতে কি কোনও উন্মাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে সে যদি জিজ্ঞেস করে বসে--আপনার পুত্র কন্যা কি করে হলো ? আজকের রঞ্জনানুরাগীরা পারবেন তো উত্তর দিতে ?

শহরের বুকে জলাশয় বন্ধ হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দরবেশপাড়া মসজিদের কাছে ১৭৫৯ নম্বর দাগের জলাশয়টির বেশ কিছুটা অংশ বন্ধ হয়ে গেল। জানা যায়, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের ব্যবহৃত জল ঐ ডোবায় জমা হয়। জলাশয়টি সমতল করে ফেললে জল নিষ্কাশনে প্রভূত অসুবিধা দেখা দেবে। আরো জানা যায়, জনৈক ভক্তি হালদার ও তার ছেলেরা পুর আইন অবজ্ঞা করে বালি ও মাটির বস্তা ফেলে জলাশয়টি বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সর্বনাশা কাজ রুখতে এলাকার বাসিন্দারা বি.এল.এণ্ড.এল. আর ও জঙ্গিপুর, মহকুমা শাসক জঙ্গিপুর এবং থানার আই.সির কাছে পৃথকভাবে আবেদন জানানোর পরও কাজ চলছিল। বর্তমানে তা বন্ধ থাকলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জলাশয়টি ভরাটের কাজ কিভাবে এগিয়ে গেছে।

টেটের ফরম সংগ্রহ.....(১ পাতার পর)

ঠিক রাখাতে ওয়ার্ডেনরা মৃদু লাঠি চার্জ করে বলে খবর। ঐদিন বিকেলেও চরম উত্তেজনা, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। প্রত্যেক দিন রাত ৯টা পর্যন্ত ১০০০ ফরম দেওয়া হয় বলে খবর। পরের দিনের জন্য প্রার্থীদের টোকেন দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। রোজ ভোর রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছেন প্রার্থীরা।

ছাত্রী স্বল্পতায় চলছে দুটি ক্লাস.....(১ পাতার পর)

তার পরিবর্তে ডি.আই-এর নির্দেশ সত্ত্বেও কোন অঙ্কের শিক্ষিকা ডেপুটেশনে নিয়োগ করা হয়নি। যার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সব ক্লাসে অঙ্ক বাতিল করা হয়েছে। পাঁচজন শিক্ষিকা নিযুক্ত থাকলেও নিয়মিত কেউ স্কুলে আসেন না বলে ছাত্রীদের অভিযোগ। এই ডামাডোলে অনেক ছাত্রীও স্কুলে যায় না। ছাত্রী উপস্থিতি কম থাকায় অনেক সময় ষষ্ঠ শ্রেণীর ঘরে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীদেরও ক্লাস নেন একই শিক্ষিকা।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

শ্মশানের নতুন কমিটি.....(১ পাতার পর)

লোকজন ছাড়াও আশপাশ গ্রামের বহু প্রতিষ্ঠিত মানুষ ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করেন বলে জানা যায়। আরও জানা যায়, ১৫ দিনের মধ্যে নতুন কমিটি গঠনের কোন উদ্যোগ না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে তারা পথে নামবেন। জানা যায়, তদানীন্তন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জনতার চাপে দু'বছরের জন্য একটা এ্যাডহক কমিটি করেছিলেন দীর্ঘ কয়েক বছর আগে। কিন্তু পরে শ্মশান কালীমাতার এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ্যে এনে দীর্ঘ ৭/৮ বছরের হিসাব কমিটি অন্ধকারে রেখেছে বলে অভিযোগ। কোন সভাও তারা ডাকছে না। এর ফলে মানুষের মনে সন্দেহের দানা বাধছে।

নীরব বাঙ্ময়

অপর্ণাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

সেদিন তোমায় দেখেছিলাম
মনের মতো একা
কলেজ ফেরত বিকেল রোদে
পথের মাঝে দেখা।

মুখের উপর দাঁড়িয়ে থাকা
সরল দুটি চোখ
ভুরুর মাঝে সেলাই করা
ছোট বেলার ঝোঁক।।

অলস চলা নীরব দেখা
কোথায় গেল ভাষা !
এমন কোরে নীরব কেন
একক ভালোবাসা ?

কোথায় গেল দস্যিপনা
কোথায় খেয়াল খুশি
কোথায় গেলেন রবি ঠাকুর
কোথায় মোহনবাঁশি ?

কোথায় গেল ছন্নছাড়া
শিকড় ছেঁড়ার বল
কোথায় গেল নীলযমুনা
নিষিদ্ধ সেই ফল ?

তোমার জন্য রবি ঠাকুর
রাণুর আগ্রহ
তোমার জন্য কাদম্বরী
বড়ই অর্থবহ।

তোমার জন্য সরস্বতীর
মনের মতো বাণী
তোমার জন্য গৃহস্থালী
করেন মৃণালিনী।

তুমি মোদের এত দিলে
তোমায় পেলেম কই ?
মনের কথা বলতে গেলে
খুঁজি তোমার বই

তোমার আকাশ এতই বড়ো
এতই তাতে তারা
অর্ধেক কী--সামান্যতেই
হচ্ছি দিশেহারা।

আকাশটাতো অনেক বড়ো
দেখার পথে বাধা
মার্গদর্শী আছেন যদি
দেখান আধা-আধা।

কেউ দেখছেন ঠাকুরটাকে
কেউ দেখছেন মানুষ
নিজের নিজের সাধ্য মতো
ওড়ায় যত ফানুস।

আসুন না সব একসঙ্গে
মিলে মিশে যত
রবির সুধা পান করব
কিসের ইতস্তত।

তা না হলে রবির সুধা
যেমন যেমন পারি
না-রবীন্দ্র--হ্যাঁ-রবীন্দ্রের
বিতর্কটা ছাড়ি।

আজ আকণ্ঠ পান করেনি
ওই রাবীন্দ্রিক মধু
মৌমাছিটার বমির কথা
থাক না জানা শুধু।

জানার জন্য জানি তোমার
তথ্য জীবন-ভরা
কিন্তু কবি শিখিনি সেই
ভাষা আড়াল করা।

যে ভাষাটা ভিতর থেকে
কান্না হয়ে বয়
যে ভাষাটা তোমার কথায়
বড়ই প্রেমময়।

যে ভাষাটা রাণুর কাছে
বলেছিলে তুমি
তুমি কবি তুমি সবই
তুমিই ঠাকুর প্রেমী।

শিখিনি তাই মনের কথা
নীরব হয়ে রয়।
সরব হ'তে চেয়েও নীরব
হৃদয়ে বাঙ্ময়।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।